

যায়যায়দিন

তারিখ ২২ JAN 2008

পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

৪০ লুমস

দুই মামলার একটিতে রায় ৪ শিক্ষক ১১ ছাত্র নির্দোষ জেল জরিমানা ৪ ছাত্রের

যাবাদি রিপোর্ট

জরুরি ক্রমতা বিধিমালা ভঙ্গের অভিযোগে শাহবাগ থানায় করা ৫৩ নাম্বার মামলায় ঢাকা ইউনিভার্সিটির চার শিক্ষক ও ১১ ছাত্রকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত। তবে চার ছাত্রকে দুই বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা করে জরিমানা, অন্যদিকে আরো এক মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

গতকাল সকাল পৌনে ১১টায় ঢাকা মহানগর ও দ্রুত বিচার আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান সিদ্ধিকী এ রায় ঘোষণা করেন। বিচারক তার রায়ে বলেন, রষ্ট্রে পক্ষ আসামিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের বেকসুর খালাস দেয়া হলো।

বেকসুর খালাসপ্রাপ্ত চার শিক্ষক হলেন ড. আনোয়ার হোসেন, ড. হারুন-উর-রশীদ, ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক ও ড. সদরুল আমীন। আদালতের আদেশে দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক চার ছাত্র হলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি শাখা ছাত্রদল সভাপতি হাসান মামুন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, কামরুল হাসান কচি ও আজিজ হাসান।

খালাসপ্রাপ্ত ১১ শিক্ষার্থী হলেন মনিরুজ্জামান রুবেল, রিফাত হোসেন জিকু, মোঃ নজরুল ইসলাম রাসেল, মোঃ সামসুল কবির রাহাত, মিতুল, রোকমুজ্জামান তালুকদার, তানজিন চৌধুরী গিলি, অপর্ণা পাল, শাহিনুর নার্গিস, মোঃ কামরুজ্জামান ও আনোয়ার। এর মধ্যে মনিরুজ্জামান রুবেল ছাড়া সবাই পলাতক। রায় ঘোষণা উপলক্ষে চার শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মনিরুজ্জামান রুবেলকে জেল থেকে আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় শিক্ষক

ও শিক্ষার্থীরা ছিলেন হানি-খুশি। তারা বলেন, যেহেতু তাদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগে করা অন্য একটি মামলা বিচারাধীন, তাই এ মুহুর্তে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাবেন না।

গতকাল রায়ের সময় আদালতে উপস্থিত হন ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন ডা. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক। যায়যায়দিনকে তিনি বলেন, আদালত শিক্ষক ও ছাত্রদের বেকসুর খালাস দিল। কিন্তু তারা যে পাচ মাস জেল ভোগ করলেন তার দায়-দায়িত্ব নেবে কে? শিক্ষকদের আইনজীবী মোসুদ আহমেদ তালুকদার আদালতে বলেন, শিক্ষক ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে করা মামলা ভিত্তিহীন। মামলার এজাহার বাদীর লেখা নয়। অন্য লোককে দিয়ে এজাহার লিখে তাতে বানীকে স্বাক্ষর করানো হয়েছে। তাছাড়া রষ্ট্রে পক্ষ ভাসমান সাক্ষীদের দিয়ে আদালতে সাক্ষা দিয়েছে।

রষ্ট্রে পক্ষের কৌসুলি মাখফুর রহমান শেখ যায়যায়দিনকে বলেন, আদালতের রায়ের ওপর আমি কোনো মন্তব্য করতে রাজি নই। আদালত সঠিকভাবেই তার রায় দিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। শিক্ষক ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে করা ৫৩ নাম্বার মামলায় মোট ১৯ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন আদালত। গত ১২ ডিসেম্বর এ মামলায় চার্জ গঠন করা হয়। ৯ সেপ্টেম্বর মামলার তত্ত্ব কর্তৃক আদালতে চার্জ শিট দাখিল করেন।

২৩ আগস্ট শাহবাগ থানার এসআই রেজাউল করিম খান মামলাটি করেন। সে

৪ শিক্ষক ১১ ছাত্র নির্দোষ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রাতেই বৌখ বাহিনীর সদস্যরা প্রফেসর আনোয়ার হোসেন ও প্রফেসর হারুন-উর রশিদকে আটক করেন। তাদের দুই দফায় মোট আট দিনের রিমান্ড শেষে জেলে পাঠানো হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. সদরুল আমীন ও জগন্নাথ হলের সাবেক প্রাধ্যক প্রফেসর ড. নিমচন্দ্র ভৌমিকসহ পলাতক ১০ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ওয়্যারেন্ট জারি করেন আদালত। একই সঙ্গে তাদের সম্পত্তি জব্দরও আদেশ দেয়া হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর প্রফেসর সদরুল আমীন এবং ১৮ সেপ্টেম্বর প্রফেসর নিমচন্দ্র ভৌমিক আত্মসমর্পণ করেন।